কৃষি পাক্ষিক

সবুজ সোনা

SABUJ SONA

সবুজ সোনা

Ranaghat, 16th June, 2020 ১লা আষাঢ়, ১৪২৭

Regd No-32885/1977,P.R.No.W.B./ NSD/ Part/ 03 valid Dec,2021 পাক্ষিক কৃষি পত্রিকা। বার্ষিক ছত্রিশ টাকা|M.R.P. Rs.1.50 Per Issue GSTIN -19AJWPM1466H1ZL, ৪৩তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা 12th Issue

পাটের উন্নত পচন পদ্ধতি

বিজন মজুমদার ও সিতাংশু সরকার ঃ ফসল উৎপাদন বিভাগ, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থা, ব্যারাকপুর, কোলকাতা - ৭০০১২০।

পাট পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। পাটকে আমরা সোনালি তন্তু নামেই জানি। পাট উৎপাদনে ভারতের প্রায় চল্লিশ লক্ষ কৃষক পরিবার সরাসরি যুক্ত, এছাড়াও প্রায় চার লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে বিভিন্ন পাট জাত দ্রব্য তৈরি করা ও বেনা-বেচার সঙ্গে জড়িত। ভারতের মোট পাট উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ পাট পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিন দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান জেলায় বেশি পাট চাষ হয়।

উচ্চ গুণমানযুক্ত পাট উৎপাদনে পাটের সঠিক পচন পদ্ধতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাট ফসল জমিতে দেখতে যতোই ভালো হোক, চাষিরা সঠিক পচন পদ্ধতি অনুসরণ না করলে, তার থেকে উচ্চ গুণমানের আঁশ পাওয়া যাবে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাট লাগানোর ১০০-১২০ দিন পরে পাট কেটে, পাটের আঁটি গুলো পাতা ঝরার জন্য ৩-৪ দিন জমিতেই বা জমির ধারে খাঁড়া করে বা শুইয়ে রাখা হয়। তারপরে, ধীরে বয়ে চলা (খাল, বিল) বা বদ্ধ জলে, যেমন - ছোটো পুকুর, ডোবা, রাস্তার ধারের নয়ান জুলিতে পাটের জাক তৈরি করে, তার ওপর

(এরপর ছয়ের পাতায়)

(ভারেরপাতার পর)

পাটের উন্নত পচন পদ্ধতি

ভার হিসেবে মাটি, কাদা ও কলা গাছ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে যে পাট উৎপন্ন হয় তা সাধারণত কালো বা ধূসর রংয়ের হয়, পাটের এই আঁশ বিক্রি করে চাষিরা কম দাম পান তাই লাভবান হতে পারেন না। আজ কাল আর পাটের আঁশ দিয়ে শুধুমাত্র বস্তা বা থলে তৈরি হয় না, বরং বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান ঘর সাজানোর জিনিস, মাদুর, গয়না, কাপড় ইত্যাদি তৈরি হয়। এই সব দামি জিনিস তৈরি করতে উচ্চ গুণমানের সোনালি রংয়ের মজবুত আঁশ দরকার হয়, যা প্রচলিত পদ্ধতিতে পাট পচালে পাওয়া যায় না। পাট পচানোর জন্য ধীরে বয়ে চল মিষ্টি জল সবচেয়ে ভালো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের বেশির ভাগ জায়গায় (৯০ শতাংশ) এরকম জলের উৎস নেই, তাই পাট চাষিদের বদ্ধ জলেই প্রচলিত পদ্ধতিতে পাট পচাতে হয়, ফলে সিংহ ভাগ ক্ষেত্রেই পাটের রং কালচে বা ধূসর হয়।

প্রচলিত পদ্ধতিতে পাটের রং কালো হয় কেন?

প্রচলিত পদ্ধতিতে পাটে জাকের ওপর ভার হিসেবে চাষিরা সাধারণত মাটি, কাদা, কলা গাছ ব্যবহার করে থাকেন। কলা গাছের কান্ডে যে ট্যানিন থাকে, তা মাটি ও জলের লোহার (আয়রন) ফেরাস-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফেরাস ট্যানেট তৈরি করে, যা পাটের আঁশ কালো করে দেয় এবং পরিষ্কার জলে ধুলেও কালো রং থেকে যায়। তাছাড়াও মাটি ও কলা গাছ ব্যবহার করার ফলে পাট পচানোর জল খারাপ হয়ে যায় এবং পরবর্তী কালে ঐ জলে পাট পচালে পাটের মান আরো খারাপ হয়। এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য পাটের জাকের ওপর ভার হিসেবে কলা গাছ ব্যবহার করা যাবে না। তাই ভার হিসেবে মাটি সরাসরি ব্যবহার না করে, তা পুরোনো সিমেন্টের ব্যাগ বা সারের বস্তায় ভরে জাকের ওপর ভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এতে পাটের রং কালো হবে না এবং পাট পচানো জল ওপরের জাকের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত থাকবে। এছাড়াও চাষিরা কচুরিপানা, ধানের খড় এবং বহু বার ব্যবহার করা যায় এমন মোট প্লাস্টিকের ব্যাগে জল ভরে জাকের ওপর ভার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। যে সব অঞ্চলে বাঁশ পাওয়া যায়, সেখানে জলে পাটের জাকের দুপাশে একটি করে বাঁশের ঝুটি মাটিতে পুঁতে, আর একটি বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে চাপ দিয়ে ভারের কাজ হতে পারে, ফলে পাটের জাক বাঞ্ছনীয় ভাবে জলে ডুবে থাকবে। এই পদ্ধতির যে কোনো একটি অনুসরণ করলে চাষিরা প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অনেকটাই ভালো গুণমানের পাট পাবেন।

বদ্ধ জলে পাট পচানোর উন্নত পদ্ধতি ঃ ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার বিজ্ঞানীরা বদ্ধ জলে, কম সময়ে, দ্রুতপাট পচানোর ও ভালো মানের পাটের আঁশ পাবার জন্য 'ক্রাইজাফ সোনা' নামে এক ধরনের জীবাণু পাউডার ব্যবহার করা হয়। এই জীবাণু পাউডারে ব্যাসিলাস্ প্রজাতির তিন প্রকার ব্যাক্টেরিয়া থাকে, যারা পাট ও মেস্তাকে দ্রুত পচিয়ে, চাষিদের উন্নত মানের আঁশ পেতে সাহায্য করে। এই পাউডার মিশ্রণ সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে তৈরি এবং এর মধ্যে কোনো ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় না। এই পাউডারে ব্যবহৃত ব্যাক্টেরিয়া প্রজাতির গুলি বিজ্ঞানীরা পাট পচানোর পুকুর বা ডোবা থেকেই অর্থাৎ প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করেছেন এবং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বেছে নিয়েছেন। এই পাট পচানোর জীবাণু পাউডার তৈরি করার দিন থেকে ছয় মাস (১৮০ দিন) পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। এই জীবাণু পাউডার ব্যবহার করার আগে ছায়া জায়গায় স্টোর করে রাখতে হবে ও কখনোই সরাসরি রোদে রাখা যাবে না, তাহলে এর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে।

(এরপর পরবর্তী সংখ্যায়)